দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 31 MAY 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

অফিসের নতুন সময়সূচীর প্রতিক্রিয়া

অর্থনীতি ও দক্ষতার ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে, বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ দুরূহ হবে

স্টাফ রিপোর্টার ঃ সাপ্তাহিক ছুটি এক দিন থেকে বাড়িয়ে দু'দিন করা এবং সরকারী অফিসের সময়সূচী পরিবর্তনের সরকারী সিদ্ধান্তের মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে। কেউ এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে সরকারের যুক্তি সমর্থন করে বলেছে এতে সমাজ ও কর্মজীবনে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। আবার কেউ, বিশেষ করে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এর বিরোধিতা করে উল্টো অভিযোগ করেছে। এতে করে বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের যোগাযোগের সময় আরও কমে যাবে যার বিরূপ প্রভাব পড়বে অর্থনীতি এবং কর্মদক্ষতার ওপর। অপর পক্ষ সপ্তাহে দু'দিন ছুটির পক্ষে তবে তা শনি ও রবিবারের জন্য। উল্লেখ্য, পাকিস্তানে নওয়াজ শরীফ সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরই বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের সুবিধার্থে সাপ্তাহিক ছুটি শুক্রবারের পরিবর্তে রবিবার করার পর

(১৫ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)

অর্থনীতি ও দক্ষতার

বাংলাদেশেও বিভিন্ন মহলের পক্ষ থেকে একই দাবি উঠতে শুরু করেছিল। এ দাবি পূরণ হতে পারে বলে যখন ধারণা করা হচ্ছিল তখন বৃহস্পতিবার হঠাৎ করেই সরকার শুক্র ও শনিবার সাপ্তাহিক ছুটি এবং অফিসের সময়সূচী পরিবর্তনের এই ঘোষণা দিল। এর সমর্থনে সরকার যুক্তি দেখিয়েছে যে, এতে অফিস-আদালতের কাজ-কর্মে দক্ষতা, উৎপাদন ও গতি বাড়বে, সামাজিক জীবনে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে, বিদ্যুত-গ্যাস, তেল, ফোনের সাশ্রয় হবে এবং পরিবেশ দূষণ কমবে।

রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে প্রধান বিরোধী দল বিএনপি এ ব্যাপারে তাদের প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য সময় নিচ্ছে। দলের মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া এমপি'র সঙ্গে গত রাতে যোগাযোগ করা হলে পক্ষে-বিপক্ষে কিছুই না বলে তিনি জানান, এ ব্যাপারে আমরা ২/১ দিনের মধ্যেই আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানাব। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় সংগঠনগুলোও এখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিক্রিয়া জানায়নি, তবে ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের ব্যক্তিগত যেসব মতামত পাওয়া গেছে তাতে তারা এ সিদ্ধান্তের বিরোধী।

মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি স্যামসন চৌধুরী বার্তা সংস্থা ইউএনবি'কে জানান, রবিবার বৈঠকের পর তারা প্রতিক্রিয়া জানাবেন তবে ব্যক্তিগতভাবে তিনি মনে করেন বাংলাদেশের মতো একটি দেশে দু'দিন সাপ্তাহিক ছুটির কোন যুক্তি নেই। তিনি আরও বলেন, এ সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে সরকার তাঁদের সঙ্গে কোন আলোচনা করেনি। সরকারী ছুটির পরিমাণ এভাবে বাড়লে সরকারী খাত সমস্যায় পড়বে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

ফরেন ইনভেস্টরস চেম্বার অব কমার্স এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতি মাহবুব জামিলও অনুরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, এটি একটি পশ্চাতমুখী সিদ্ধান্ত। তিনি বলেন, আমেরিকা ও ইউরোপের ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশী অংশীদাররা বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইতোমধ্যেই ৩ থেকে সাড়ে ৩ দিন হারাচ্ছিলেন, নতুন সিদ্ধান্তের ফলে তা আরও একদিন বাড়বে। এফবিসিসিআই-এর সভাপতি ইউসুফ আব্দুল্লাহ হারুন জানিয়েছেন, তাঁরা রবিবার অনুষ্ঠেয় এক বৈঠকে আলোচনার পর প্রতিক্রিয়া জানাবেন।

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের চেয়ারম্যান আব্দুল হক হাওলাদার বলেন, সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুবিধার্থে দু'দিন ছুটির ব্যাপারে তাঁদের কোন আপত্তি নেই— তবে সেক্ষেত্রে বাকি ৫ দিনে তাঁরা ঠিক মতো অফিস করবেন মনিটরিংয়ের মাধ্যমে তা নিশ্চিত করতে হবে।

দু'দিনের সরকারী ছুটির জন্য সরকার ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছে— বিসিএস ঃ পরিবার পরিকল্পনা সমিতি, সোনালী ব্যাংক এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন, বাংলাদেশ পলিটেকনিক শিক্ষক পরিষদ। শনিবার ও পরিবার ছুটি ঘোষণার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ জুট এ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল বাসদসহ বিভিন্ন সংগঠন।

অন্যদিকে অফিস সময়সূচি পরিবর্তন ও দু'দিনের ছুটি ঘোষণার বিরোধিতা করে আগের নিয়ম পুনর্বহালের দাবি জানিয়েছে জাতীয় আইনজীবী পরিষদ, বাংলাদেশ গণকর্মচারী সংযুক্ত পরিষদ ও বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (এএনএম ইউছুফ)।